দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 05 NOV 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

19

ডিগ্রী পরীক্ষার মার্কশীট

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৩ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হওয়ার পর সাড়ে তিন মাস পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কোন কলেজে ঐ পরীক্ষার মার্কশীট পৌঁছে নাই। এর ফলে ৫৬ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ শিক্ষা-জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে, যেসব পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছে তাদের ব্যাপারেও কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি। অথচ চলতি মাসেই '৯৪ সালের ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় মূলত একটি পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান। অবশ্য কলেজগুলোকে অনুমোদনসহ উচ্চতর শিক্ষা পরিচালনার আনুষঙ্গিক দায়িত্ব এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট সৃষ্টি এবং তা ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠবার ফলে দেশের কলেজগুলোর ডিগ্রী ও মাস্টার্স পর্যায়ের পরীক্ষা গ্রহণে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যই বর্তমান সরকার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে তাদের নিজেদের পরীক্ষা গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়বহির্ভূত কলেজগুলোর ডিগ্রী ও মাস্টার্স পরীক্ষা গ্রহণ করাও একটা বড় রকমের সমস্যায় পরিণত হয়েছিল। পরীক্ষার ফল প্রকাশে অনেক সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেরী হয়ে যেত। এই সমস্যাটির সমাধানও ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম লক্ষ্য। আশা করা হয়েছিল, কলেজগুলোতে সেশনজটের সমস্যা না থাকায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যথাসময়ে পরীক্ষা নেয়ার, ফল প্রকাশের ও মার্কশীট বন্টনের দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

স্বীকার করতে হবে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম বছরেই যথাসময়ে পরীক্ষা নেয়ার ও ফল প্রকাশের দায়িত্ব পালন করেছে। কিন্তু সাড়ে তিন মাসেও মার্কশীট বন্টন করতে পারেনি। এতে করে ছাত্রছাত্রীরা স্বভাবতই তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শংকিত হয়ে পড়েছে। তবে যাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ স্থগিত রাখা রয়েছে তারাই বেশী বিপাকে পড়বে বলে আমাদের আশংকা হচ্ছে। কেননা, এদের মধ্যে যারা অনুত্তীর্ণ হয়েছে তারা এ আসন্ন ডিগ্রী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। ফলে, তাদের পরবর্তী বছরের পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ তাদের শিক্ষা-জীবনের একটি বছর নষ্ট হয়ে যাবে। অন্যদিকে, আসন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবার আগেই যদি তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তাহলেও অনুত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের পক্ষে আনুষঙ্গিক ফর্মালিটিজ মিটিয়ে তাতে অংশ নেয়া কতটুকু সম্ভব হবে সে সম্পর্কে আমাদের মনে সংশয় আছে। আবার যাদের পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখা হয়েছে তাদের মধ্যকার উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদেরও উদ্বিগ্ন করে রাখার কোন অর্থ হতে পারে না।

আমরা তাই আশা করছি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গত '৯৩ সালের ডিগ্রী পরীক্ষার মার্কশীট অচিরেই কলেজগুলোতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করবে এবং যাদের পরীক্ষার ফল স্থগিত রাখা হয়েছে তাদের সম্পর্কে শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।